



মে ২০১৮

সৃষ্টির সেবা সংখ্যা

কোয়ান্টাম বুলেটিন



প্রধান অতিথির (মাঝে উপবিষ্ট) সাথে
ন্যূনতম ১০ বার ও ২৫ বার রক্তদানকারীদের একাংশ

সম্মাননা অনুষ্ঠানে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া

কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদাতারা মানবসেবার অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন

রক্তদাতাদের নিঃস্বার্থ সেবায় বহু মুমূর্ষু মানুষের জীবন বেঁচে যাচ্ছে। আর নতুন করে জীবন ফিরে পাওয়া এসব দুঃস্থ মানুষের আন্তরিক দোয়া স্রষ্টার কাছে সরাসরি পৌঁছে যায়। আমি মনে করি, মানবসেবার অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তারা। তাদের জীবন সার্থক।

৬ এপ্রিল ২০১৮ ঢাকার কাকরাইলস্থ আইডিবি মিলনায়তনে কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম আয়োজিত রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠানে একথা বলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সচিব ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া।

ন্যূনতম ১০ বার রক্তদানকারী সিলভার ডোনার, ২৫ বার দানকারী গোল্ডেন ডোনার ও ৫০ বার দানকারী প্লাটিনাম ডোনার মিলিয়ে তিন শতাধিক রক্তদাতাকে এ আয়োজনে সম্মাননা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে শুরুতে স্বাগত বক্তব্য দেন বিশিষ্ট রক্তরোগ বিশেষজ্ঞ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের হেমাটোলজি বিভাগের অধ্যাপক ডা. এ বি এম ইউনুস।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া বলেন, এখানে আসার পর থেকেই মনে হচ্ছে আমি একটি ব্যতিক্রমধর্মী অনুষ্ঠানে এসেছি। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমাকে অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয়। ব্যস্ততার কারণে আমি সবখানে যেতে পারি না, কিন্তু কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন যখন আমাকে এ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানায় তখন অনেক ব্যস্ততার মধ্যেও আমি রাজি হয়েছি-শুধু কিছু মহৎ মানুষকে দেখার জন্যে, যারা অন্যের কল্যাণে নিয়মিত নিজের শরীরের রক্ত দান করেন।

আমি জীবনে দুয়েকবার রক্তদান করেছি, কিন্তু এখানে আজ এমন রক্তদাতাও আছেন-যারা ৫০ বারের বেশি রক্তদান করেছেন। মানুষ ও সমাজের কল্যাণে কোয়ান্টাম সদস্যদের এই একাত্মতা ও নিষ্ঠা আমাকে মুগ্ধ করেছে।

তিনি আরো বলেন, আজ আমাদের সমাজে সবচেয়ে বেশি যে জিনিসটার অভাব তা হলো, মানুষের উপকার করার মানসিকতা। সবাই এখন ছুটছে শুধু নিজের প্রয়োজন

মেটাতে। অন্যদিকে আজকালকার ছেলেমেয়েরা দিনরাত কম্পিউটার, ল্যাপটপ, মোবাইল ফোন নিয়ে বন্ধ ঘরে বসে থাকে। বাস করে একটা নিঃসঙ্গ জগতে। এভাবে জীবনটা শেষ করে দিচ্ছে ওরা। এদেশের অধিকাংশ মানুষই ইসলাম ধর্মাবলম্বী, অথচ মূল্যবোধ ও নৈতিকতার যে দিক-নির্দেশনা কোরআনে রয়েছে তা থেকে আমরা অনেক দূরে সরে গিয়েছি। ঢুকে পড়েছি অস্থির জীবনযাপনের মধ্যে।

আমাদের দেশ আজ অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জন করছে, স্বল্পোন্নত থেকে বাংলাদেশ রূপান্তরিত হয়েছে মধ্যম আয়ের দেশে। ভবিষ্যতে আরো উন্নত অবস্থানে আমরা যাব। পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে আমরা যদি সফল হতে না পারি, তবে আমাদের সব অর্জন ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফসলও আমরা ঘরে তুলতে পারব না। কিন্তু আজ এখানে এসে এত সংখ্যক রক্তদাতাকে একসাথে দেখে মনে বিশ্বাস জাগছে-আপনাদের মধ্য দিয়েই আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রক্ষার একটা সুযোগ হয়তো আসবে।

এ-ছাড়াও আমি জেনেছি, রক্তদান কার্যক্রমের পাশাপাশি কোয়ান্টামের অন্যান্য কার্যক্রমও মানবকল্যাণ ও সৃষ্টির সেবায় নিবেদিত। তাই আমি এ প্রতিষ্ঠানের বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি ও বহুল বিস্তৃতি কামনা করি। আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানিয়ে এমন একটি আলোর সন্ধান দেয়ার জন্যে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের প্রধান সমন্বয়ক মাদাম নাহার আল বোখারী। সমাপনী বক্তব্যে তিনি বলেন, গত সিকি শতাব্দী ধরে কোয়ান্টাম যে মানবিক মহাসমাজের স্বপ্ন দেখে চলেছে সেই দরদী সমাজের সমর্মিতার শুরু স্বেচ্ছা রক্তদাতাদের মধ্য দিয়ে। কোয়ান্টাম পরিবারের পাশাপাশি সারা জাতিই রক্তদাতাদের কাছে কৃতজ্ঞ।

উল্লেখ্য, এ অনুষ্ঠানে প্রত্যেক রক্তদাতাকে বিশেষ আইডি কার্ড, সার্টিফিকেট, সুদৃশ্য ক্রেস্ট ও মেডেল প্রদানের মাধ্যমে সম্মাননা জানানো হয়।

আমি পারি আমি করব আমার জীবন আমি গড়ব

মানুষকে মনোজাগতিক দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার প্রত্যয় নিয়ে সিকি শতাব্দী আগে কোয়ান্টামের যাত্রা শুরু হয়। কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে মানুষ এসেছেন নানাবিধ রোগ নিয়ে, হয়েছেন সুস্থ। এসেছেন হতাশা নিয়ে, জেগে উঠেছেন বিশ্বাসের শক্তিতে। এসেছেন ব্যর্থতা নিয়ে, পেয়েছেন জীবন বদলের চিরায়ত সাফল্যসূত্র। মেডিটেশন চর্চা করে লাখো মানুষ অর্জন করেছেন সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন কর্মব্যস্ত সুখী জীবন। এমনই কয়েকজনের অভিজ্ঞতা তুলে ধরা হলো—

স্মার্টফোন, বন্ধুবান্ধব আর ফেসবুকে আমি এত আসক্ত ছিলাম যে, মা-বাবা ও পরিবারের কাউকে আমার ভালো লাগত না। কোর্সে এসে আমি আমার ভুলগুলো উপলব্ধি করেছি। আর জেনেছি, মা-বাবার মতো নিঃস্বার্থভাবে পৃথিবীতে কেউ ভালবাসে না।

রত্না সাহা • শিক্ষার্থী, ক্যামব্রিয়ান স্কুল এন্ড কলেজ

৫০ বছর ধরে মাইগ্রেন ও ৩৬ বছর ধরে অনিদ্রা রোগে ভুগছিলাম আমি। কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নিয়ে ও মেডিটেশন চর্চা করে আমি মাইগ্রেন ও অনিদ্রা থেকে মুক্তি পেয়েছি।

খান মো. নুরুল ইসলাম • চিফ ইঞ্জিনিয়ার, সিটি কর্পোরেশন, বরিশাল

১০ বছর ধরে আমার পায়ে ব্যথা। ঠিকমতো কিছুক্ষণ বসে থাকতেও আমার কষ্ট হতো। কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে এসে মেডিটেশন করার পর দীর্ঘ ১০ বছর পরে আমি দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ছি। এটা আমার কাছে অনেক বড় পাওয়া।

মনিরা রহমান • অফিস ইনচার্জ, ফারিস্ট ইসলামি লাইফ ইন্সুরেন্স, নেছারাবাদ

কোর্স করে আমরা স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে আগের চেয়ে ভালোভাবে বুঝতে পারছি। আগে কোনো বিষয়ে আমাদের মতপার্থক্য হলে সেটা মতবিরোধে গিয়ে শেষ হতো, এখন সেটা মতৈক্যে গিয়ে পৌঁছায়। সব মিলিয়ে আমরা এখন সুখী পরিবার।

এ কে এম মাহবুবুল হক • ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, মেটলাইফ

আমার হার্টে চারটি রিং লাগানো আছে। প্রতিদিন ১৪-১৫টি করে ওষুধ খেতে হতো। সহকর্মীর মাধ্যমে কোয়ান্টামের খোঁজ পেয়ে নিয়মিত মেডিটেশন চর্চা শুরু করি। কোর্সে আসার আগপর্যন্ত ২-৩টি ওষুধ খেতাম। এখন সেগুলোও আর খাচ্ছি না। ওষুধ ছাড়াই ভালো আছি।

মো. আবু বকর সিদ্দিক • চাকরিজীবী

পাঁচ বছর ধরে আমার প্রচণ্ড এসিডিটির সমস্যা ছিল। পকেটে সবসময় ওষুধ রাখতে হতো। মেডিটেশন করে আমার এসিডিটির সমস্যা দূর হয়েছে। আমি এখন সুস্থ আছি, ভালো আছি।

বিবেক বিশ্বাস • প্রভাষক, যশোর সরকারি সিটি কলেজ

মেডিটেশন করে আমার এনার্জি লেভেল বেড়েছে এবং বেশ প্রাণবন্ত অনুভব করছি। এখন থেকে আমি রোগীদের ওষুধ-পথ্যের পাশাপাশি মেডিটেশনে উদ্বুদ্ধ করতে চাই। আমার বিশ্বাস, এতে তাদের নিরাময় দ্রুত হবে।

ডা. রাণী বিলকিস • সহকারী সার্জন, কেন্দুয়া উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্র, নেত্রকোণা

অনার্সে ফলাফল আশানুরূপ হলো না। চাকরির পরীক্ষাতেও ব্যর্থ হলাম। মনে হচ্ছিল, আমার দ্বারা কিছুই হবে না। কোর্স করার পর আমার হতাশা ও নেতিবাচক চিন্তা দূর হয়ে গেছে। আমি এখন জানি ব্যর্থতার মধ্যবর্তী থাকে সাফল্যের বীজ। এগিয়ে যাওয়ার আত্মবিশ্বাস আমি ফিরে পেয়েছি।

ইসমত জাহান • শিক্ষার্থী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

দীর্ঘ ২৪ বছর ধরে আমি একটা রোগে ভুগছিলাম। আমার সবসময় মনে হতো নাকে ও মুখে ময়লা জমে আছে। আমি ক্রমাগত থুথু ফেলতাম। কোর্সে মেডিটেশন করে এ রোগ থেকে মুক্ত হয়েছি।

রুবিলা মনির • ব্যবসায়ী

সব ধর্মের সব মানুষের

quantummethod.org.bd



Video



Meditation



Wish



পণ্য আর প্রযুক্তির ভিড়ে আধুনিক মানুষকে প্রশান্তির সন্ধান দিতেই কোয়ান্টাম ওয়েবসাইটের কর্মপ্রয়াস। পৃথিবীর যে-কোনো প্রান্ত থেকে যে-কোনো সময় কোয়ান্টাম চেতনায় নিজেকে আলোকিত করার এক অনন্য সুযোগ এই ওয়েবসাইট।

বর্তমানে ইংরেজি ও বাংলায় যোগ-মেডিটেশনের সবচেয়ে সমৃদ্ধ ওয়েবসাইট এটি। নতুনরূপে বিনামূল্যে ডেস্কটপ অ্যাপ, উইশ বোর্ড এবং নতুন এন্ড্রয়েড অ্যাপ, কোয়ান্টাম ভিডিও, কোয়ান্টাম মেডিটেশন, আল কোরআন ও বাংলা মর্মবাণী সংযোজনের মাধ্যমে কোয়ান্টাম ওয়েবসাইট এগিয়ে গেছে আরো একধাপ। অ্যাপগুলো পাওয়া যাবে পুরোপুরি ফ্রি।

প্রযুক্তির অপব্যবহারের আসক্তি থেকে মুক্ত করে বর্তমান প্রজন্মকে কল্যাণকর আধুনিক মানুষে রূপান্তর করাই এ ওয়েবসাইটের লক্ষ্য।

সংগ্রহ করুন কোয়ান্টাম প্রকাশনা

সফল জীবন গড়ার প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো সবার জন্যে সহজলভ্য করেছে কোয়ান্টাম প্রকাশনা। ডিজিট করুন publication.quantummethod.org.bd এবং ফ্রি ডাউনলোড করুন মেডিটেশন, বই, স্মারক ইত্যাদি। নিয়মিত চর্চায় আপনি লাভ করবেন সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন কর্মব্যস্ত সুখী জীবন।



বিনামূল্যে চিকিৎসা ও পুষ্টিসেবা পেয়েছেন ৫,৮৬২ জন প্রসূতি মা

গর্ভবতী মায়ের সুস্থতা ও শিশুর নিরাপদ জন্মানকে নিশ্চিত করতে ২০০৫ সালে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে শুরু হয় মাতৃমঙ্গল কার্যক্রম। এ পর্যন্ত ৫,৮৬২ জন মা মাতৃমঙ্গল কার্যক্রমের আওতায় পেয়েছেন প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা, জন্ম দিয়েছেন সুস্থ-সবল শিশু।

গর্ভকালীন সময়ের তিন মাস সময় থেকে সন্তান জন্ম দেয়ার পরবর্তী ৪০ দিন পর্যন্ত মাতৃমঙ্গল কার্যক্রমে সেবা পেয়ে থাকেন সুবিধাবঞ্চিত ও অবহেলিত মায়েরা। এ সময় তাদের নিয়মিত চেকআপের পাশাপাশি জরুরি স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টি ও ওষুধের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন। এ-ছাড়াও তাদের পরিবারের সদস্যদের সচেতন করা হয় গর্ভকালীন সময়ে মা ও শিশুর যত্নের বিষয়ে।

সমৃদ্ধ দেশ গড়তে মা ও শিশু উভয়ের সুস্থতাই অপরিহার্য। এই বিশ্বাস থেকেই কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যদের সম্মুখীন দানে এক যুগ ধরে পরিচালিত হচ্ছে এ সেবামূলক কার্যক্রম।



চট্টগ্রামে মাতৃমঙ্গল কার্যক্রমের আওতায় সেবাপ্রাপ্ত মা ও তাদের সন্তানদের একাংশ



চিকিৎসাসেবা পেয়েছেন ২ লক্ষ ৮ হাজার ৬৩২ জন

গত দু-য়ুগ ধরে ঢাকা চট্টগ্রাম রাজশাহীসহ বিভিন্ন স্থানে সুবিধাবঞ্চিতদের বিনামূল্যে চিকিৎসা পরামর্শ ও ওষুধ দেয়া হয়। মিরপুরে গৃহকর্মীদের বিনামূল্যে নিয়মিত চিকিৎসাসেবা দেয়া হয়।



খতনা সেবা পেয়েছেন ১ লক্ষ ৬৮ হাজার ১৮৪ জন

২০০৫ সালে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন শুরু করে খতনা কার্যক্রম। দরিদ্র শিশু-কিশোর ও আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে খতনার সুযোগবঞ্চিত পূর্ণবয়স্ক পুরুষরাও এ সেবা পেয়ে থাকেন।

বঞ্চিত জনপদে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প
সেবা পেয়েছেন ১৮ হাজার ২২৪ জন



৫ জানুয়ারি ২০১৮, বান্দরবান লামার কোয়ান্টামে আয়োজন করা হয় দিনব্যাপী ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প। ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আসা কোয়ান্টাম পরিবারের ১১০ জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে এ ক্যাম্পে চিকিৎসাসেবা পেয়েছেন বঞ্চিত পাহাড়ি-বাঙালি তিন সহস্রাধিক রোগী। চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী রোগীদেরকে বিনামূল্যে মোট এক লক্ষ ৬৪ হাজার ৬৪৩ ইউনিট ওষুধ বিতরণ করা হয়। লামায় কোয়ান্টাম চিকিৎসাসেবা কেন্দ্র শাফিয়ানে ২০০০ সাল থেকে নিয়মিত বিভিন্ন বয়সের পাহাড়ি-বাঙালিকে বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা ও ওষুধ দেয়া হচ্ছে।

শিক্ষা ও ক্রীড়ায় জাতীয় অঙ্গনে সাফল্য

বান্দরবানের লামায় ২০০১ সালে মাত্র সাত জন সুবিধাবঞ্চিত শিশুকে নিয়ে যাত্রা শুরু করে কোয়ান্টাম কসমো স্কুল। বর্তমানে এখানে ২০টি জাতিগোষ্ঠীর ১৭ শতাধিক শিক্ষার্থী পড়ালেখা করছে। মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টানসহ সকল ধর্মের শিশুরাই যার যার ধর্ম পালন করছে এবং একসাথে গড়ে উঠছে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলিসম্পন্ন আলোকিত মানুষ হিসেবে।



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত থেকে পুরস্কার গ্রহণ করছে শীতকালীন জাতীয় স্কুল ও মাদ্রাসা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০১৬-এর টেবিল টেনিস দ্বৈতে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন কোয়ান্টাম কসমো স্কুল।



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত থেকে জাতীয় স্কুল ও মাদ্রাসা হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতা ২০১৪ চ্যাম্পিয়নশিপ ট্রফি গ্রহণ করছে কোয়ান্টাম কসমো স্কুল হ্যান্ডবল টিম।



মাননীয় অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিতের কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করছে বাংলাদেশ খো পুরুষ দল। ২০১৫ সালে ভারতে অনুষ্ঠিত এসএ গেমসে অংশগ্রহণ করা এ দলের নয় জন খেলোয়াড়ই ছিল কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের ছাত্র।



গ্রীষ্মকালীন ২০১৬ ও শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০১৭-এর ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে ক্রীড়ানৈপুণ্যে দেশসেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতিস্বরূপ মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি-র কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করছে কোয়ান্টাম কসমো স্কুল।

কুচকাওয়াজে পর পর চার বার প্রথম স্থান অর্জন

২০১৫, ২০১৬ ও ২০১৭ সালের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে ২৬ মার্চ ২০১৮ ঢাকার বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে আয়োজিত জাতীয় শিশু-কিশোর সমাবেশের কুচকাওয়াজে টানা চতুর্থ বার প্রথম হওয়ার গৌরব অর্জন করে কোয়ান্টাম কসমো স্কুল এন্ড কলেজ।





২০১৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় মেধা তালিকায় উত্তীর্ণ কোয়ান্টাদের একাংশ

পাবলিক পরীক্ষায় সাফল্য

২০১৭ সালের পাবলিক পরীক্ষাগুলোয় কোয়ান্টাম কসমো স্কুল এন্ড কলেজের পাশের হার শতভাগ। পিইসি-তে ৯৫ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে ৮১ জন এ প্লাস এবং ১৪ জন এ গ্রেড পায়। জেএসসি-তে মোট ৪৯ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে তিন জন এ প্লাস, ৩৮ জন এ এবং আট জন এ মাইনাস লাভ করে। এসএসসি পরীক্ষার্থী ৩১ জন কোয়ান্টার মধ্যে ২৪ জন এ, পাঁচ জন এ মাইনাস এবং দুজন বি গ্রেড পায়। এইচএসসি পরীক্ষার্থী ১৪ জনের মধ্যে একজন এ প্লাস, নয় জন এ, চার জন এ মাইনাস গ্রেড অর্জন করে।

উল্লেখ্য, ২০১৬ সালে কোয়ান্টাম কসমো স্কুল পিইসি ও জেএসসি-তে শতভাগ পাশের সাফল্য অর্জন করে।

মেধা তালিকায় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি

২০১৭ সালে এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ১৪ জন ভর্তি পরীক্ষা দেয় ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। এদের মধ্যে সাত জন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং বাকি ছয় জন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় মেধা তালিকায় উত্তীর্ণ হয়েছে। এ নিয়ে পর পর চতুর্থ বারের মতো কোয়ান্টাম কসমো কলেজের তত্ত্বাবধানে ভর্তিপ্রস্তুতি নিয়ে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারার রেকর্ড গড়ল এ শিক্ষার্থীরা।

মনছবি যাদের অলিম্পিকে সোনা জয়

- ◆ প্রথম বাংলাদেশ যুব গেমস ২০১৮ : হ্যান্ডবল ও কাবাডিতে জাতীয় চ্যাম্পিয়ন (১৩টি স্বর্ণপদক)
- ◆ ৪৭ তম শীতকালীন জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০১৮ : টেবিল টেনিস ইভেন্টের দ্বৈতে পরপর তিন বার জাতীয় চ্যাম্পিয়ন
- ◆ ৪৫ তম জাতীয় স্কুল ও মাদ্রাসা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০১৬ : চ্যাম্পিয়ন-হ্যান্ডবল, কাবাডি ও টেবিল টেনিস, ১০০ ও ২০০ মিটার স্প্রিন্ট
- ◆ ৪৩ তম জাতীয় স্কুল ও মাদ্রাসা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০১৪ : চ্যাম্পিয়ন-হ্যান্ডবল
- ◆ ৪২ তম জাতীয় স্কুল ও মাদ্রাসা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০১৩ : চ্যাম্পিয়ন-হ্যান্ডবল

- ◆ বিজয় দিবস জিম্নাস্টিকস প্রতিযোগিতা ২০১৭ : ৬টি স্বর্ণসহ ১৮টি পদক
- ◆ জাতীয় বয়সভিত্তিক জিম্নাস্টিকস প্রতিযোগিতা
 - ২০১৭ : ১১টি স্বর্ণসহ ৩২টি পদক
 - ২০১৬ : ৯টি স্বর্ণসহ ২৯টি পদক
 - ২০১৫ : ৩টি ইভেন্টেই স্বর্ণসহ ২২টি পদক
 - ২০১৪ : ৩টি স্বর্ণ, ৩টি রৌপ্য ও ৪টি ব্রোঞ্জ
 - ২০১৩ : ৫টি স্বর্ণসহ ১৫টি পদক
- ◆ ২য় আরচারী ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ ২০১৫ : স্বর্ণ ও রৌপ্য
- ◆ স্বাধীনতা দিবস খো খো টুর্নামেন্ট ২০১৪ ও ২০১৫ : অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন
- ◆ ১ম বিভাগ হ্যান্ডবল লিগ ২০১৪ : চ্যাম্পিয়ন
- ◆ বাংলাদেশ গেমস ২০১৩ : রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ (খো খো)

বেড়ে উঠছে অভিভাবকহীন ২৬৫ জন মেয়েশিশু



১৬ ডিসেম্বর ২০১৭ চট্টগ্রামের এম এ আজিজ স্টেডিয়ামে প্যারেড ও ডিসপ্লেতে প্রথমবারের মতো অংশ নেয় কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের মেয়ে শিক্ষার্থীরা। এবছরও বিজয় দিবসে চট্টগ্রাম বিভাগে প্যারেড ও ডিসপ্লেতে কোয়ান্টার বিশেষ পারদর্শিতা পুরস্কার লাভ করে। উল্লেখ্য, কোয়ান্টাম শিশুসদনে উদারনৈতিক শিক্ষা ও সুস্থ সাংস্কৃতিক আবহে বেড়ে উঠছে অভিভাবকহীন ২৬৫ জন মেয়েশিশু। ২০০৪ সালে রাজশাহীতে শুরু হওয়া ফাউন্ডেশনের এ কার্যক্রমটি পরবর্তীতে স্থানান্তরিত করা হয় বান্দরবান লামার কোয়ান্টামমে।

সৃষ্টির সেবায় দুই দশক

দারিদ্র্য বিমোচন ও স্বনির্ভরায়ন কার্যক্রম

বর্ধিত ও দুস্থ মানুষের দারিদ্র্য বিমোচনে ১৯৯৬ সালে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন গঠন করে যাকাত ফান্ড। ২০১৭ সালে কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যরা এ ফান্ডে জমা করেন ১১ কোটি ২৬ লক্ষ ৬১ হাজার ৮৯৬ টাকা। যাকাত ফান্ডের অর্থে এ পর্যন্ত ১৫,৮৭০ জনকে পুনর্বাসিত করা হয়েছে। স্বনির্ভরায়ন কার্যক্রমের আওতায় ৩৩৭ জন মহিলাকে সেলাই প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। সারাদেশে দুস্থ মহিলাদের পুনর্বাসনে ৩৮৯টি সেলাই মেশিন প্রদান করা হয়। এ-ছাড়াও পরিচালিত হচ্ছে বিভিন্ন ফলজ প্রকল্প, প্রাণী ও পশুসম্পদ প্রকল্প (বিভিন্ন প্রজাতির মাছ, হাঁস, মুরগি, উন্নত জাতের ছাগল ও ভেড়া), দরিদ্র শিক্ষার্থীদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান, ঋণমুক্তি, কর্মসংস্থান প্রকল্প।



প্রাকৃতিক দুর্যোগে গৃহহীন ২,৪৯৪টি পরিবারকে গৃহনির্মাণে সহায়তা দেয়া হয়েছে।



এ পর্যন্ত ২১টি ব্যাচে সেলাই প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে ৩৩৭ জন মহিলাকে। সেলাই মেশিন পেয়েছেন ৩৮৯ জন।



সড়ক দুর্ঘটনায় পা হারানো যশোরের জাকির হোসেন এখন মুদি দোকানের মালিক



বছরব্যাপী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম

ফাউন্ডেশনের সেন্টার শাখা সেল-এর উদ্যোগে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, রাস্তাঘাট ও আবাসিক এলাকায় নিয়মিত পরিচালিত হচ্ছে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম। উল্লেখ্য, গত ২৪ মার্চ ২০১৮ ঢাকা জেলা প্রশাসনের আমন্ত্রণে জাতীয় স্টেডিয়ামে দিনব্যাপী পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমে কোয়ান্টামের সাত শতাধিক সদস্য অংশগ্রহণ করেন।



শিক্ষা কার্যক্রম

ঢাকা শহরের পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের সন্তানদের জন্যে প্রতিষ্ঠিত স্কুল 'রাজধানী আদর্শ বিদ্যাপীঠ'-এর শিক্ষা কার্যক্রমসহ সার্বিক পরিচালনা এবং শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রয়োজনীয় সকল শিক্ষা উপকরণ সরবরাহের দায়িত্ব ২০১৫ সাল থেকে গ্রহণ করেছে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন। বর্তমানে এই স্কুলে পড়াশোনা করছে মোট ২৯১ জন শিক্ষার্থী।



দাফন কার্যক্রম ৥ মমতাপূর্ণ শেষ বিদায়

পরিচয়হীন অথবা দাফনে অক্ষম দরিদ্রের মৃতদেহ পূর্ণ ধর্মীয় মর্যাদায় দাফন বা সংকারের জন্যে ২০০৪ সালে শুরু হয় দাফন কার্যক্রম। এ পর্যন্ত মমতাপূর্ণ শেষ বিদায় জানানো হয়েছে ৪৭৪ জনকে।

বিশুদ্ধ পানি পান করছেন লক্ষ মানুষ

১৯৯৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত ৯২টি পানির ট্যাংক, ২৮৩টি টিউবওয়েল ও দুইটি ইঁদারা স্থাপিত হয়েছে দেশের উপকূলীয় ও পাহাড়ি এলাকায়। এর ফলে বিশুদ্ধ পানি পান করতে পারছেন পথচারী ও স্থানীয় অধিবাসীসহ হাজারো মানুষ।

আশ্রয়মম ৥ মমতার আশ্রয়ে অসহায় প্রবীণরা

আত্মীয়-পরিজনহীন অসহায় বৃদ্ধদের নিয়ে বান্দরবানের রাজবিলায় ২০১২ সালে স্থাপিত হয় 'আশ্রয়মম'। বর্তমানে চার জন পুরুষ ও চার জন নারী সেবাার্থীকে এখানে সার্বক্ষণিক পরিচর্যা ও প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

কোয়ান্টাম ইয়োগা ॥ তিন যুগে উপকৃত লাখো মানুষ

শ্বাস-প্রশ্বাসের জটিল নিয়ম, আসনের কঠিন প্রক্রিয়া ও আয়ত্তকরণে দীর্ঘ চর্চার কারণে যোগব্যায়ামের উপকার থেকে আধুনিক মানুষ ছিল বঞ্চিত। এ প্রেক্ষাপটে আধুনিক মানুষের চর্চার উপযোগী করে আশির দশকে গুরুজী শহীদ আল বোখারী মহাজাতক উদ্ভাবন করেন যোগব্যায়ামের সবচেয়ে সহজ ও ফলপ্রসূ সংস্করণ-কোয়ান্টাম ব্যায়াম। ১৯৮৩ সালে যোগ-মেডিটেশন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে তিন যুগ ধরে উপকৃত হয়েছেন লাখো মানুষ। বর্তমানে ঢাকাসহ সারা দেশে সরকারি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন জেলা পর্যায়ে দুদিনব্যাপী কোয়ান্টাম ইয়োগা প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হচ্ছে।



রংপুর পুলিশ ট্রেনিং সেন্টার
প্রাঙ্গণে কোয়ান্টাম ইয়োগা চর্চা করছেন
নবনিযুক্ত ১,১০৬ জন নারী পুলিশ কনস্টেবল।
২২ ও ২৩ নভেম্বর ২০১৭

পুলিশ ট্রেনিং সেন্টার রংপুরে কোয়ান্টাম ইয়োগা যুক্ত হয়েছে নবনিযুক্ত নারী পুলিশ কনস্টেবলদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ সূচিতে। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'রোগ নিরাময়ে কোয়ান্টাম ব্যায়াম ও সৌন্দর্যচর্চা' বইটিকে প্রশিক্ষণের পাঠ্যবই নির্বাচিত করা হয়েছে। ২০১৭ সালে কোয়ান্টাম ইয়োগা প্রশিক্ষণের দুটি ব্যাচে অংশ নিয়েছেন মোট ২,২৪২ জন কনস্টেবল।

সরকারি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে কোয়ান্টাম ইয়োগা



২০১৬ সালে সরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিয়মিত কার্যক্রম হিসেবে যুক্ত হয়েছে কোয়ান্টাম ইয়োগা। ২০১৬, ২০১৭ ও ২০১৮ সালের এপ্রিল পর্যন্ত বিসিএস প্রশাসন একাডেমি শাহবাগে, বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি) সাভারে এবং গাজীপুরে টেলিকমিউনিকেশন স্টাফ কলেজে কোয়ান্টাম ইয়োগার মোট ১৬টি ব্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ ব্যাচগুলোতে অংশ নিয়েছেন ৮৭৭ জন সদ্যনিযুক্ত বিসিএস ক্যাডার, ১২০ জন উপ-সচিব ও ৮২ জন যুগ্ম সচিব।



নির্বাচন প্রশিক্ষণ ভবনে (আগারগাঁও) ২০১৭ সালে অনুষ্ঠিত হয়েছে কোয়ান্টাম ইয়োগা কার্যক্রমের চারটি ব্যাচ। এ ব্যাচগুলোতে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের ৩৪৮ জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ নেন। এছাড়া ২২ ও ২৩ সেপ্টেম্বর সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টার, কুমিল্লা পুলিশ লাইন-এ পুলিশ সুপারসহ ৩৪ জন পুলিশ অফিসার অংশ নিয়েছেন কোয়ান্টাম ইয়োগা কার্যক্রমে।

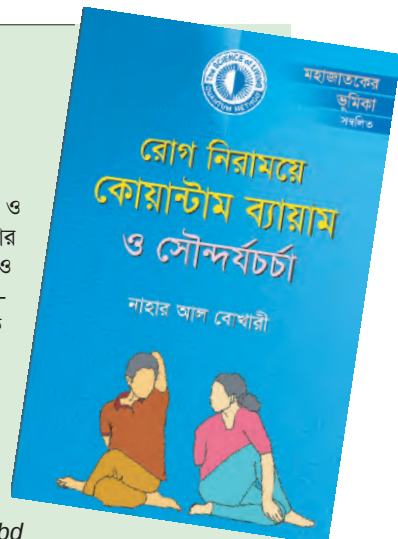


শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত কোয়ান্টাম ইয়োগা কার্যক্রমে ব্যায়াম করছেন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা। কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এ কার্যক্রমে আলাদাভাবে ২৫ জন পুরুষ ও ২৯ জন মহিলাসহ মোট ৫৪ জন অংশ নেন। ২১ ও ২২ এপ্রিল ২০১৭

যোগব্যায়ামের সর্বাধুনিক বই

বাংলাদেশে মহিলাদের যোগব্যায়াম চর্চা ও প্রশিক্ষণের পুরোধা ব্যক্তিত্ব মাদাম নাহার আল বোখারীর দীর্ঘ দুই যুগের অভিজ্ঞতা ও আধুনিক বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক তথ্য-উপাত্তের আলোকে যোগব্যায়ামকে উপস্থাপন করা হয়েছে এ বইতে। সুস্থ, সুন্দর ও সুখী জীবন গড়তে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের যে-কোনো সেন্টার শাখা সেল থেকে আপনিও সংগ্রহ করতে পারেন এ বইটি।

ফ্রি ডাউনলোড : publication.qm.org.bd





কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের ১৮ বছর বেঁচেছে নয় লক্ষাধিক প্রাণ



‘নিরাপদ ও স্বেচ্ছা রক্তদানে একটি সুস্থ ও পরিচ্ছন্ন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে কোয়ান্টাম’-১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ জাতীয় প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে ১৫ তম গোবিন্দেন্দ্র ক্লাবের সদস্য স্বেচ্ছা রক্তদাতাদের সম্মাননা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ নাসিম এম.পি। উল্লেখ্য, এ পর্যন্ত ২৩,৭১৮ জন স্বেচ্ছা রক্তদাতাকে সম্মাননা জানানো হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় সম্মাননায় ভূষিত কোয়ান্টাম ল্যাব

নিরাপদ রক্ত
পরিসঞ্চালনে
গুরুত্বপূর্ণ অবদান
রাখায়
কোয়ান্টাম
ফাউন্ডেশনকে
বিশেষ সম্মাননা
স্মারক প্রদান
করেছে
গণপ্রজাতন্ত্রী



বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য
অধিদপ্তর ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। বিশ্ব রক্তদাতা দিবস
২০১৬ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এ স্বীকৃতি
দেয়া হয়।

২০০৭ সালে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কোয়ান্টাম
ফাউন্ডেশনকে সম্মাননা প্রদান করে স্বেচ্ছা
রক্তদাতাদের উদ্বুদ্ধকরণে বিশেষ অবদান রাখায়।

রক্ত সবসময় সবার জন্যে ফ্রি

রক্ত ও রক্ত উপাদানের
কোনো বিক্রয়মূল্য হয় না।
তাই কোয়ান্টাম ল্যাবে
কেবলমাত্র রক্তের বিশুদ্ধতা
নির্ণয়ে মৌলিক পাঁচটি
স্ক্রিনিং (হেপাটাইটিস-বি,
হেপাটাইটিস-সি, সিলিফিস,
এইডস এবং ম্যালেরিয়া)-
এর জন্যে ন্যূনতম প্রসেসিং
খরচ রাখা হয়।

খোলা থাকছে ২৪ ঘণ্টা

মুমূর্ষের প্রাণ বাঁচাতে সারা বছর দিন-
রাত ২৪ ঘণ্টা এ সেবা নেয়ার সুযোগ থাকছে
সর্বস্তরের মানুষের জন্যে। নিয়মিত রক্তের
চাহিদা পূরণের পাশাপাশি দেশের যে-কোনো
দুর্যোগ বা জরুরি প্রয়োজনে মানুষের পাশে আছে
কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম।

৯,৬৫,৪০৯ ইউনিট

১৮ বছরে সরবরাহকৃত রক্ত ও রক্ত উপাদান

৩,২০,৬৮৪ জন

ব্লাড ডোনার পুর্লে স্বেচ্ছা রক্তদাতার সংখ্যা

১,৯২,৮০৯ ইউনিট

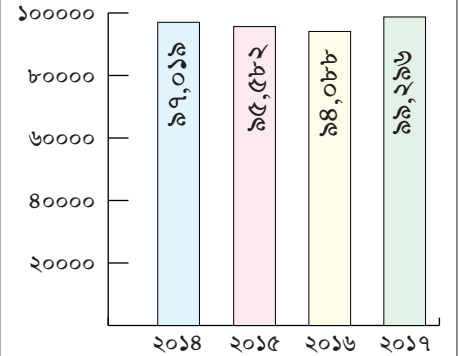
১৮ বছরে অগ্নিদগ্ধ রোগীদের চিকিৎসাথে
সরবরাহকৃত ফ্রেশ ফ্রোজেন প্লাজমা

৯,৯২৪ ইউনিট

স্ক্রিনিং টেস্টে দূষিত গণ্য হওয়ায় বাতিল

(২০ এপ্রিল ২০১৮ পর্যন্ত)

২০১৪ থেকে বার্ষিক সরবরাহ প্রায় ১ লক্ষ ইউনিট



অত্যাধুনিক কোয়ান্টাম ল্যাবে রক্ত বিভাজনের মাধ্যমে
রক্তের ৮টি উপাদান সরবরাহ করা হচ্ছে। এ প্রক্রিয়ায় এক
ব্যাগ রক্ত থেকে চার জনের জীবন বাঁচানো সম্ভব।



কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের সহযোগিতায় প্রতিবছর নর্থ সাউথ
ইউনিভার্সিটির সোশ্যাল সার্ভিস ক্লাব আয়োজন করছে দেশের অন্যতম বৃহৎ ব্লাড
ক্যাম্প। উল্লেখ্য, স্বেচ্ছা রক্তদানে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়েছে
৩,৭৩৫টি ক্যাম্প। একদিনের ক্যাম্পে সর্বোচ্চ সংগ্রহ ১,৪০৬ ব্যাগ রক্ত।

- এ পর্যন্ত থ্যালাসেমিয়া, হিমোফিলিয়া, কিডনিবৈকল্য ও এনিমিয়ায় আক্রান্ত রোগীদেরকে আংশিক মূল্যে বা বিনামূল্যে নিয়মিতভাবে রক্ত সংগ্রহের জন্যে ৪২৪টি কার্ড প্রদান করা হয়েছে।
- এ পর্যন্ত সামর্থ্যহীনদের জন্যে বিনা প্রসেসিং খরচে ৩৪,৭২৭ ইউনিট এবং সীমিত সামর্থ্যবানদের ন্যূনতম প্রসেসিং খরচে ৫১,৬৮৭ ইউনিট রক্ত ও রক্ত উপাদান প্রদান করা হয়েছে।

অজেয় ১৯ ঃ উদ্বুদ্ধ হয়েছে ৫৩ হাজার শিক্ষার্থী

১৮ বছর পূর্তিতে অর্থাৎ ১৯ তম
জন্মদিনকে প্রথম রক্তদানের মাধ্যমে
স্মরণীয় করে রাখার পাশাপাশি
রক্তদানের মতো একটি মহান
মানবিক কাজে তরুণদের সম্পৃক্ত
করতে পরিচালিত হচ্ছে অজেয়
১৯ কার্যক্রম। এ পর্যন্ত ৩৮৩টি
স্কুল, কলেজ ও বেসরকারি
প্রতিষ্ঠানে মোট ৮৭০টি কার্যক্রমে
অংশ নিয়েছে ৫৩ হাজার অগ্রহী রক্তদাতা।



কোয়ান্টাম বুলেটিন : সৃষ্টির সেবা সংখ্যা : মে ২০১৮ ঃ সম্পাদক : অধ্যাপিকা খাদিজা মাহতাব ঃ নাহার আল বোখারী, মহাপরিচালক,
কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন কর্তৃক ৩১/৩ শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭ থেকে প্রকাশিত ও উইন্ডোজ প্রিন্টিং সেন্টার থেকে মুদ্রিত
Phone : 9341441, 9355756 Mobile : 01714-974333, 01711-671858, 09613-002025 ■ E-mail : bulletin@quantummethod.org.bd